দৈনিক ইনকিলাব

MAY 1 4 2002

বিএনপি আমলে নিযুক্ত ভিসির বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠছে

অডিট রিপোর্টে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

মুনীরউদ্দিন আহমদ ॥ আওয়ামী আমলে নিযুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ এসএম নজরুল ইসলামের প্রায় ৮৫ জন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ কর্মীকে অবৈধ নিয়োগদানের পর এবার তার বিরুদ্ধে প্রায় ৫০ লাখ টাকা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ করেছে অডিট বিভাগ।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, অডিট বিভাগের উপ-পরিচালক আয়শা খানম স্বাক্ষরিত এক স্মারকপত্র (নং ৩২২/২/২০০০/২০০১/২২২ তারিখ ৩০-৪-০২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। উক্ত পত্রে ১২টি ক্রয় ও ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আপত্তি দিয়ে বলা হয়েছে, কর্মকর্তাদের বাড়ীভাড়া খাতে ৩ লাখ ৪০ হাজার ১৫০ টাকা, কয়েকজন আওয়ামী সমর্থক কর্মকর্তার পেছনে বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকা, বই ভাড়া খাতে ১ লাখ ৮১ হাজার ৪৯০ টাকা, পোশাক ক্রয়ে ১০ হাজার ৮১৬ টাকা, যাতায়াত ভাতা বাবদ ১ লাখ ৯ হাজার ৫৬৯ টাকা, দায়িত্বভাতা গ্রহণ বাবদ ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯০ টাকা, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ খাতে ১৬ লাখ ১৪ হাজার ৩৩৮ টাকা অনুদান ও উন্নয়ন খাতে ৭ লাখ ৪৬ হাজার ২২৬ টাকা, বিধিবহির্ভূত ভাতা গ্রহণ বাবদ ১ লাখ ৩০ হাজার ৯৯১ টাকা, নন-টেন্ডার আইটেম ক্রয়ে ৮ লাখ ৯৩ হাজার ৩২৯ টাকা এবং মূল পরিকল্পনায় না থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাচারীভাবে ব্যয় করা হয়েছে ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৫৮ টাকা।

আওয়ামী আমলে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রেজারার মরহুম আঃ রাজ্জাক সর্দারের উপর ন্যস্ত ছিল এসব ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অথচ তারই বিরুদ্ধে অনিয়মের বেশী অভিযোগ রয়েছে। বিএনপির সেক্রেটারী জেনারেল আঃ মান্নান ভূঁইয়ার ভাই প্রফেসর ড. আঃ কাদের ভূঁইয়া ভিসির দায়িত্ব নেয়ার পর নিজস্ব কোটারী সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। একজন রাজনৈতিক কর্মীর মত বিভিন্ন ফোরামের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছেন। তাকে কেন্দ্র করে এখন চাটুকারদের ভিড়। চারদলীয় জোটের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে কোন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী আমলে তবু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। এ আমলে তাও না থাকায় অভিযোগ উঠেছে ভিসি আওয়ামী লীগের সাথে যোগসাজশে এ কাজ করছেন, যাতে আওয়ামী আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে অপসারণের দাবীতে আর কেউ কথা না বলে।